বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের উদ্যোগে ৩০-এ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত বিশ্ব নদী দিবস ২০১৮ উপলক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা প্রদত্ত বাণীর কিয়দাংশ তুলে ধরা হ'লঃ**

"বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের মোট আয়তনের এক-তৃতীয়াংশ পানি সম্পদ। নদীমাতৃক বাংলাদেশের কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি, নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওর ও অন্যান্য জলাশয়ের উপর নির্ভরশীল। দেশের অভ্যন্তরে ৪০৫টি নদী ও ৫৭টি আন্তঃদেশীয় সংযোগ নদী রয়েছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও মনুষ্য বিভিন্ন কারণে আমাদের নদ-নদী ও জলাশয় ক্রমশ দূষণের কবলে নিপতিত হচ্ছে। নাব্যতাহীনতা এবং নদী-সম্পদের অপব্যবহারের কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নদী বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। এজন্য বর্তমানে আমাদের নদ-নদী ও জলাশয় রক্ষা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরও বলেনঃ

"দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পানির অসীম বিবেচনা করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে 'বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড' নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা সৃষ্টি করেন এবং নদ-নদী সুরক্ষায় নদী ড্রেজিংয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে ১১টি ড্রেজার ক্রয়ের নির্দেশ দেন। জাতির পিতা আন্তঃসীমান্ত পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যৌথ নদী কমিশন-জেআরসি গঠন করেন।

১৯৯৬ সালে সমস্যাদিত গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তির মাধ্যমে ৩০ বছরের জন্য গঙ্গার পানির ন্যায্য অধিকার আদায় করেছে। পানিসম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীসমূহের অববাহিকাভিত্তিক দেশসমূহের মধ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। আমরা 'Bangladesh Delta Plan-2100' শীর্ষক একটি শতবর্ষী ও সামগ্রিক কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি। নদীর অবৈধ দখল, দূষণ, পরিবেশ দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌ-পরিবহণযোগ্য করে গড়ে তোলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন-২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সময়োপযোগী ও উন্নত প্রযুক্তি-নির্ভর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দেশের সকল নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয় ও জলাধার দখল ও দূষণ থেকে মুক্ত করে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অবদান রাখবে।"

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিবসটি পালনের মাধ্যমে নদী রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা ব্যক্ত করেন। নদী-সম্পদ, নদীর অবকাঠামো, পানি ও পরিবেশ সুরক্ষায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য তিনি সর্বস্তরের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বাংলাদেশের বিশেষ নদী সংরক্ষণ ও উন্নয়ননীতি ও দর্শন নিম্নরূপ ঘোষিত ও প্রতিফলিত হয়েছে:

ক] নদ-নদীকে মানবদেহের রক্ত সংবহনতন্ত্রের ধমনীর সঙ্গে তুলনা করে তাকে বাঁধাহীন রেখে অনিবার্য বিপর্যয় থেকে দেশ ও সমাজকে রক্ষার জোর তাগিদ দিয়েছেন।

খ] উন্নয়নের অজুহাতে নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়, জলাধার দখল করা যাবে না।

গ] কোনভাবেই কৃষি জমি ও জলাধার বিনষ্ট করে নদ-নদী দখল কিংবা উন্নয়ন করা যাবে না এবং

ঘ] পানির অভ্যন্তরীণ সর্বোত্তম সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও সুষম বণ্টনের মাধ্যমে শুষ্কমৌসুমে দেশের পানি সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেয়ার/মনোযোগী হবার নির্দেশনা দিয়েছেন।

ঙ] মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মহতী উদ্যোগে জারী হয়েছে পানি আইন, ২০১৩, যা বাংলাদেশের নদ-নদী রক্ষা, প্লাবণভূমি সংরক্ষণসহ স্বনির্ভর, সুষম, টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার প্রকৃষ্ট দলিল।